আচার্যমম্মটবিরচিত :

কাব্যপ্রকাশঃ

(প্রথমাদিষষ্ঠোল্লাসান্তঃ)

অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা

অধ্যাপক বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়

সম্পাদনা

ড. বিপদভঞ্জন পাল

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

৩৮, বিধান সরণী, কোলকাতা-৭০০ ০০৬

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।
শ্রীশ্রী ঁসরস্বত্যৈ নমঃ।
শ্রীশ্রী ঁলক্ষ্মীনারায়ণাভ্যাং নমঃ।
ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

মম্মটাচার্য-বিরচিতঃ

কাব্য-প্রকাশঃ

গ্রন্থারম্ভস্থান — শ্রীশ্রী ঁজগন্নাথধাম-পুরীশ্রীক্ষেত্র
শ্রীমদ্‌ভোলান্দগিরি সন্ন্যাস-আশ্রম।

অথ প্রথম উল্লাসঃ

মূল ঃ গ্রন্থারম্ভে বিঘ্নবিঘাতায় সমুচিতেষ্টদেবতাং গ্রন্থকৃত্ পরামৃশতি —

নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্।
নবরসরুচিরাং নির্মিতিমাদধতী ভারতী কবের্জয়তি ॥ ১ ॥

নিয়তিশক্ত্যা নিয়তরূপা সুখদুঃখমোহস্বভাবা পরমাণ্বাদ্যুপাদান-কর্মাদিসহকারিকারণ-পরতন্ত্রা ষড়্রসা ন চ হৃদ্যৈব তৈঃ, তাদৃশী ব্রহ্মণো নির্মিতির্নির্মাণম্। এতদ্‌বিলক্ষণা তু কবিবাঙ্‌নির্মিতিঃ। অতএব জয়তি। জয়ত্যর্থেন চ নমস্কার আক্ষিপ্যতে, ইতি তাং প্রত্যস্মি প্রণত ইতি লভ্যতে।

অনুবাদ ঃ বিঘ্ননাশের উদ্দেশ্যে গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকার (মম্মট ভট্টাচার্য) প্রতিপাদ্য বিষয়ের অনুরূপ দেবীর (সরস্বতীর) স্মরণ করিতেছেন।

[নিয়তিকৃত নিয়ম যাহার উপর কার্যকরী নয়, যাহা আনন্দস্বরূপ, প্রকাশক কবির কাব্যের (এবং কাব্যাধিষ্ঠাতৃদেবতার) জয়।]

যাহা নিয়তির শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, স্বাভাবিক সুখদুঃখমোহযুক্ত, (সৃষ্টির জন্য) পরমাণু প্রভৃতি উপাদান কারণ এবং কর্ম প্রভৃতি সহকারিকারণের উপর

নির্ভরশলীল এবং ষড়্‌রস-সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও মনোহর নয়, সেইরূপ ব্রহ্মার নির্মিতি বা সৃষ্টি, কবির কাব্যরচনা উক্ত সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র। সেই কারণেই ইহার জয় হয়। 'জয়তি' শব্দের অর্থের দ্বারা 'নমস্কার' আক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং সেই কারণেই 'তাঁহার প্রতি আমি প্রণত' — এই অর্থ লাভ করা যাইতেছে।

উষা-ব্যাখ্যা ঃ প্রণম্য শ্রীগুরুং ভক্ত্যা নত্বা বাণীবিনায়কৌ।
'কাব্যপ্রকাশ'-শাস্ত্রস্য 'উষা' - ব্যাখ্যাং করোম্যহম্॥
সর্বসংসারভারং যা বহন্তী স্বয়মিচ্ছয়া ।
করোতি চিন্তানির্মুক্তং মাং সদৈব সযত্নতঃ ॥
সংসারসঙ্গিনীং প্রাপ্য যাং শান্তাং শ্যামলাং প্রিয়াম্ ।
দরিদ্রোঽপি পরানন্দং প্রাপ্তোঽস্মি জগতীতলে ॥
অনয়া ব্যাখ্যায় কর্ত্তুমুষাং তাং প্রাণবল্লভাম্ ।
অমরাং মর্ত্ত্যলোকেষু ভাস্বন্তীং বিবুধপ্রিয়াম্॥
ইষ্টদেবং প্রপূজ্যাদৌ সংপূজ্য পিতরৌ ততঃ ।
রচনায়াং প্রবৃত্তোঽস্মি বিপশ্চিৎ প্রীতিহেতবে ॥
শৈলবালা -প্রসূতির্মে হরেন্দ্রো জনকস্তথা ।
বিনয়ঃ প্রথমঃ পুত্রঃ দ্বিতীয়ো বিদ্যুদাখ্যকঃ ॥
শ্রীকুমারস্তৃতীয়স্তু কন্যাদ্যা চারতির্বরা ।
রমানাম্নী কনিষ্ঠা চ পঞ্চৈতা সন্ততির্মম ॥
কল্যাণী প্রথমা সুষা পুষ্পাঞ্জলির্দ্বিতীয়কা ।
নির্মাল্যঃ প্রথমঃ পৌত্রঃ দ্বিতীয়ঃ পার্থসারথিঃ ॥
পশ্চিমবঙ্গরাজ্যেষু হুগলী জিলাস্থিতে গ্রামে ।
আনুড়ে জন্মলাভো মে বাসশ্চন্দননাগরে ॥
শ্রীক্ষেত্রে ইতিশুভে ক্ষেত্রে হি গ্রন্থারম্ভঃ কৃতো ময়া ।
জগন্নাথপ্রসাদান্মে ভবতু সফলঃ শ্রমঃ ॥
গ্রন্থস্যারম্ভকালস্তু একোনবিংশতির্যুতঃ
হি খৃষ্টাব্দ-কালসংজ্ঞকঃ ॥
॥ ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু
প্রসক্তক্লেশ নাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

গ্রন্থরচনায় বিঘ্নবিনাশের উদ্দেশ্যে যথাযোগ্য ইষ্টদেবতার স্মরণ পূর্বক গ্রন্থাকারগণ গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। এখানেও গ্রন্থকার আচার্য মম্মঠোপাধ্যায় 'কাব্যপ্রকাশ' নামক গ্রন্থ আরম্ভ করিবার পূর্বে 'নিয়তিকৃত-নিয়মরহিতাং — ' ইত্যাদি প্রথম কারিকার দ্বারা এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের অনুরূপ যে দেবতা, সেই কাব্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর স্মরণ ও তাঁহার জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়াছেন।

গ্রন্থারম্ভে — গ্রন্থরচনার প্রাক্কালে। 'আরম্ভ' শব্দের 'প্রাক্কালবচন' অর্থ — লক্ষণার দ্বারা পাওয়া যাইতেছে। কারণ 'আরম্ভ' শব্দের মুখ্যার্থ আদ্যকৃতি বা 'প্রথম রচনা' —

এখানে বাধিত। লক্ষণার প্রয়োজন হইতেছে ত্বরিত বিঘ্নবিনাশ এবং গ্রন্থরচনায় সামর্থ্যলাভ।

গ্রন্থ — পঞ্চাঙ্গ বাক্যকে গ্রন্থ বলে। পঞ্চাঙ্গ হইতেছে —
বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পূর্বপক্ষস্তথোত্তরম্ ।
নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্ ॥
বিষয় — প্রতিপাদ্য; বিশয় — সংশয়। নির্ণয়-সিদ্ধান্ত। কাব্যপ্রকাশে এই পঞ্চাঙ্গ থাকায় ইহাকে গ্রন্থ বলা হইয়াছে।

বিঘ্নবিঘাতায় — প্রতিবন্ধক সমূহের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে। বিঘাতঃ — বিশিষ্ট ধ্বংস — সম্পূর্ণ ধ্বংস।

সমুচিতেষ্টদেবতাম্ — সমুচিত — অভীষ্ট বিষয়ের যোগ্য বা অনুরূপ; ইষ্ট-আরাধ্য, গ্রন্থকারের অভীষ্ট; দেবতাম্ — বাণী বা সরস্বতী। গ্রন্থকৃৎ -মম্মটাচার্য। পরামৃশ্যতি — স্মরণ বা বন্দনা করিতেছেন।

নিয়তিকৃত ..... র্জয়তি। ভগবান্ মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি — ভূবাদিসূত্রে বলিয়াছেন — "মঙ্গলাদীনি মঙ্গলমধ্যানি মঙ্গলান্তানি চ শাস্ত্রাণি প্রথন্তে বীরপুরুষাণ্যায়ুষ্মৎপুরুষাণি চ ভবন্তি, অধ্যেতারশ্চ প্রবক্তারো ভবন্তি।" — মম্মটাচার্য মহাভাষ্যকারের এই উক্তি অনুসারে স্বীয় গ্রন্থের প্রথমেই -"নিয়তিকৃতা .....র্জয়তি" — এই কারিকার দ্বারা কবিভারতীর প্রশস্তিরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মার সৃষ্টির তুলনায় কবির সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বের কারণাবলীও উপস্থাপিত করিয়াছেন। নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাম্ — প্রাকৃতিক নিয়ম নিয়ন্ত্রণ শূন্য। প্রাকৃতিক নিয়ম হইতেছে - যেখানে অগ্নি আছে সেখানে দাহ আছে, যেখানে অগ্নি নাই, সেখানে দাহও নাই; কিন্তু কবিবাক্য এই নিয়মের অধীন নহে। কবিবাক্যে তীব্রতর দাহ আছে, কিন্তু সেখানে অগ্নি নাই। অগ্নি ব্যতীতই কবি স্বীয় রচনায় দাহ সৃষ্টি করিতে পারেন। সেইরূপ তিনি ইচ্ছামাত্রেই প্রিয়ামুখকে চন্দ্রে, দেহকে স্বর্গে এবং দুঃখকে আনন্দে পরিণত করিতে পারেন। অতএব কবির রচনা হইতেছে নিয়তিকৃতনিয়মরহিত। কবি যে বিধাতাকৃত নিয়মের নিয়ন্ত্রণরহিত, তিনি যে এক স্বতন্ত্র বিধাতা পুরুষ, তাহা এইভাবে বলা হইয়াছে —
অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ ।
যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথৈব পরিবর্ত্ততে ॥
শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ ।
স এব বীতরাগশ্চেন্নীরসং সর্বমেতৎ ॥

হ্লাদৈকময়ীম্ — হ্লাদ - সুখ। এখানে 'এক' শব্দ সংখ্যেয় বাচক। একং বস্তু প্রাচুর্য্যেণ প্রস্তুতং যস্যাং সা একময়ী ; হ্লাদেন একময়ী হ্লাদৈকময়ী তাম্; কেবলমাত্র সুখপ্রচুরা - সুখমাত্রস্বভাবা। এখানে 'এক' পদের দ্বারা বৃত্তিস্থ 'দুঃখ-মোহ' পদদ্বয়ের ব্যবচ্ছেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্মার সৃষ্টিতে দুঃখ ও মোহ আছে। কিন্তু কাব্যরচনায় দুঃখ ও মোহ নাই - কেবলমাত্র সুখপ্রাচুর্য আছে — ইহাই ভাবার্থ।

প্রশ্ন উঠিতে পারে — কাব্যকে 'হ্লাদৈকময়ী' বলা হইল কেন? শত্রুরচিত কবিতার দ্বারা দুঃখ জন্মাইতে পারে; করুণাদি রসে দুঃখের স্ফুটত্ব সুস্পষ্ট, এবং যে কাব্যের বা কবিতার অর্থবোধ হয় না, সেখানে মোহ বা ভ্রান্তি হইয়া থাকে। অতএব কাব্যের ক্ষেত্রেও যেখানে দুঃখ ও মোহের সম্ভাবনা আছে, সেখানে তাহাকে 'হ্লাদৈকময়ী' — — এই